238938 - ইসলামী শরয়িতে কৃপণতার সীমারখো

প্রশ্ন

ইসলামী শরয়িা মোতাবকে কখন একজন লোককে তার স্ত্রী ও পুত্রদরে খরচাদি দয়োর ক্ষত্রে কৃপণ হসিবে গণ্য করা হবে? কারণ কউে কউে মনে করছে য,ে আমি আমার আবশ্যকীয় দায়ত্বি পালন করছি। আবার কউে কউে মনে করছে য,ে আমার মাঝে কৃপণতা আছে।

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

যে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদরে জন্য যে ক্ষত্রে খরচ করা বাঞ্ছনীয় সে ক্ষত্রে খরচ করে না সে কৃপণ।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কৃপণতা একটি মন্দ গুণ। কৃপণতার চয়েে মন্দ গুণ আর কী হতে পার?ে কৃপণতার সীমারখো নর্ধিারণরে ক্ষত্রে আলমেগণরে ববিধি বক্তব্য পাওয়া যায়:

ইবনুল মুফলহি (রহঃ) বলনে:

আলমেগণ কৃপণতার সীমারখোর ব্যাপারে কয়কেটি মত উল্লখে করছেনে:

১. যাকাত প্রদান না করা। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করল সে ব্যক্তি কৃপণতার অভধিা থকেে রহোই পলে।

২. ফরয যাকাত ও ফরয খরচাদি বহন না করা। এ অভমিতরে ভত্তিতিে কউে যদি যাকাত প্রদান করে কন্তিু অন্য ফরয খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে কৃপণ হসিবে গণ্য করা হব।ে[এটি ইবনুল কাইয়্যমে ও অন্যান্য আলমেরে এর মনোনীত অভমিত]

৩. ফরয খরচ ও মুস্তাহাব খরচ প্রদান করা। তাই কেউ যদি শুধু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কসুর করে তাহলে সে কৃপণ।[এটি ইমাম গাজ্জালি ও অন্যান্যদের অভিমত][আল-আদাবুশ শারইয়্যা (৩/৩০৩) থেকে সংক্ষেপে সংকলিত]

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন: কৃপণ হচ্ছে- যে ব্যক্তি তার উপরে ফরয খরচ প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। সুতরাং কেউ যদি তার উপরে যা কিছু খরচ করা ফরয সেগুলো আদায় করে তাহলে তাকে কৃপণ বলা যাবে না। বরং কৃপণ হল যে ব্যক্তির দায়িত্বে যা দেয়া ও খরচ করার দায়িত্ব সেটা করতে অস্বীকৃতি জানায়।[জালাউল আফহাম (পৃষ্ঠা-৩৮৫), কুরতুবীরও অনুরূপ উক্তি রয়েছে (৫/১৯৩)]

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন:

কৃপণ হচ্ছে- এমন ব্যক্তি যে ব্যক্তি এমন স্থানে খরচ করতে অস্বীকৃতি জানায় যেখানে খরচ করা বাঞ্ছনীয়; সেটা শরিয়তের বিধানের নিরিখে হোক, কিংবা ব্যক্তিত্ব রক্ষার নিরিখে হোক। এর পরিমাপ নির্দিষ্ট করা সম্ভবপর নয়।[ইহইয়া উলুমিদ দ্বীন (৩/২৬০)]

অনুরূপ কথা শাইখ উছাইমীন (রহঃ)ও বলেছেন:

"কৃপণতা হচ্ছে: যা খরচ করা আবশ্যক ও যা খরচ করা বাঞ্ছনীয়।"

[শারহু রিয়াদুস সালেহীন থেকে (৩/৪১০) সমাপ্ত]

দেখুন: 111960 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

পুরুষের উপর ফরয তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ব্যয় করা। খরচাদির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে: খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান এবং স্ত্রী ও সন্তানদের যাবতীয় যা কিছু প্রয়োজন; যেগুলো না হলে নয়। যেমন- চিকিৎসার খরচ, শিক্ষা খরচ ইত্যাদি।

এ খরচাদি প্রদান করা হবে, স্বামীর সামর্থ্য ও তার আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী। দলিল হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী: "বিত্তবান তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। আর যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্‌ তাকে যা দান করেছেন সেটা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্‌ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না।"[সূরা ত্বালাক, আয়াত:

৭]

এ কারণে মানুষের সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার ভিত্তিতে স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য ব্যয়ভার একেক জনের একেক রকম। যে ব্যক্তি সচ্ছল সে ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য সচ্ছলভাবে ব্যয় করবে। যদি এ ক্ষেত্রে তাদেরকে কম দেয় তাহলে সে ব্যক্তি কৃপণ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে ব্যক্তি তার উপর যে দায়িত্ব রয়েছে সেটা পালন থেকে বিরত থেকেছে। আর যে ব্যক্তি অসচ্ছল সে ব্যক্তি অসচ্ছলভাবে ব্যয় করবে। আর যে ব্যক্তি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সে তার অবস্থা অনুযায়ী ব্যয় করবে। আল্লাহ্ বান্দাকে যা দিয়েছেন এর উপরে কোন দায়িত্ব দেন না। শরিয়তে এ ব্যয়ের নির্ধারিত কোন সীমা নেই। বরং খরচাদির পরিমাপের মানদণ্ড হচ্ছে- মানুষের সামাজিক রীতি।

আরও জানতে দেখুন: 3054 নং প্রশ্নোত্তর।